সমকাল

তারিখ ... 13 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি
জ্ঞাননির্ভর সমাজে বিনিয়োগ বাড়ুক

জ্ঞান বিষয়ে বাংলায় প্রবাদতুল্য বাক্য আছে এভাবে– 'যতই বিলাবে, ততই বাড়িবে'। জ্ঞানের চর্চা ও প্রসারে বাড়াতে চাই বিনিয়োগ, যা ব্যক্তি পর্যায়ে কিংবা সামষ্টিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে হতে পারে। বিশ্বের সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে অকাতরে অর্থ বিতরণ হয়ে থাকে। আমাদের এই ভূখণ্ডের সর্বত্রও আছে অনেক নজির। কেউ পিতা বা মাতার নামে, কেউ নিজের নামে প্রতিষ্ঠান গড়েছেন; কেউবা চালু করেছেন শিক্ষাবৃত্তি। বৃত্তির অর্থে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে পারে। আবার অনেক বৃত্তি চালু রয়েছে কেবল মেধার স্বীকৃতি প্রদানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বছর কালীনারায়ণ বৃত্তি সর্বোচ্চ সম্মানসূচক বলে গণ্য হতো। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ তার পিতা কালীনারায়ণের নামে এ বৃত্তি চালু করেছিলেন। এর অর্থমূল্য একালে খুব সামান্য; কিন্তু বছরের পর বছর এ বৃত্তি পেত সম্মান শ্রেণিতে সব বিভাগের মধ্যে সেরা ছাত্র বা ছাত্রী। শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরীসহ বিভিন্ন বক্তা সঙ্গত কারণেই মেধার লালনে বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন। পাশাপাশি বলেছেন, অর্থের অভাবে কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন যেন ঝরে না যায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তি প্রদানের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। ভাষা ও স্বাধীনতার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী এ প্রতিষ্ঠানের অনেক সাবেক শিক্ষার্থী এখন রাজনীতির অঙ্গন, বিভিন্ন পেশা ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড, শিল্প-বাণিজ্যের জগতে অনন্য অবদান রেখে চলেছেন। বৃত্তি ও গবেষণা কর্মকাণ্ডে তারা যত বেশি বরাদ্দ দেবেন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি তত জোরদার হবে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত আয়ের দেশের গণ্ডি অতিক্রম করছে। সামনে লক্ষ্য মধ্যম আয়ের দেশের সারিতে স্থানলাভ। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সংকল্পকেও এখন আর স্বপ্ন মনে হয় না। তবে সেখানে পৌঁছাতে হলে চাই আরও দক্ষ জনগোষ্ঠী, যার জোগান আসতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। শিক্ষায় সরকারের বরাদ্দ বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে বাড়ানোর অঙ্গীকার রয়েছে। একই সঙ্গে চাই এই লাভজনক মানবিক খাতে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আরও বেশি বেশি বিনিয়োগ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে পারেন। বিশ্বের সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বৃত্তি ও গবেষণার জন্য অর্থ সংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বৃত্তি তহবিলে এখন জমা আছে তিন হাজার ৭০০ কোটি ডলারেরও বেশি। কেমব্রিজে এর পরিমাণ সাত হাজার পাঁচশ' কোটি এবং অক্সফোর্ডে ছয় হাজার ৮০০ কোটি ডলার। এসব তো আমাদের জন্যও প্রেরণা।